যুগান্তর

তারিখ 15 JUL 2012
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ৫

ভিসি প্যানেল নির্বাচন স্থগিত করে জাকসু, সিন্ডিকেট ও রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েট নির্বাচন সম্পন্নের দাবিতে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রশাসনিক ভবনের ফটকে শিক্ষকদের অবরোধ — যুগান্তর

ভিসি প্যানেল নির্বাচন ইস্যুতে জাবিতে মুখোমুখি শিক্ষকরা

শিক্ষা কার্যক্রম স্থবির

জাবি প্রতিনিধি

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০ জুলাই ভিসি প্যানেল নির্বাচন ইস্যুতে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা কার্যক্রম স্থবির হয়ে পড়েছে। শিক্ষকরা বিভক্ত হয়ে পড়েছেন। শিক্ষকদের বিভিন্ন পক্ষ পরস্পরকে নিজেদের অবস্থান হতে সরে আসতে অনুরোধ করছেন। তবে প্রত্যেকেই নিজেদের অবস্থানে অনড় আছেন। নির্বাচনের সময় যতই এগিয়ে আসছে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিস্থিতি ততটাই ঘোলাটে হচ্ছে। শিক্ষার্থীরাও ভয়াবহ সেশনজটের আশংকা করছেন। জানা যায়, জাবি ভিসি বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন

শিক্ষকরা : পৃষ্ঠা ১৯ : কলাম ৭

শিক্ষকরা : মুখোমুখি

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

অনুযায়ী ২০ জুলাই ভিসি প্যানেল নির্বাচন ঘোষণা করেছেন। তবে নির্বাচনের আগে মেয়াদোত্তীর্ণ ডিন, সিন্ডিকেট, সিনেট ও জাকসু নির্বাচনসহ সব নির্বাচন সম্পন্ন করার দাবিতে সম্মিলিত শিক্ষক পরিষদ ব্যানারে বিএনপিপন্থী শিক্ষকদের নেতৃত্বে বিভিন্ন মতের একাংশের শিক্ষকরা একজোট হয়েছেন। নির্বাচন স্থগিত না হওয়া পর্যন্ত তারা আন্দোলন কর্মসূচি পালন করছেন। শনিবারও আন্দোলন কর্মসূচির অংশ হিসেবে তারা জাবির প্রশাসনিক ভবনের সামনে অবস্থান ও কেন্দ্রীয় ক্যাফেটেরিয়ায় বিভিন্ন সংগঠনের ছাত্র নেতাদের সঙ্গে মতবিনিময় করেছেন। অন্যদিকে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণার পরিবেশ নিশ্চিত করতে বারবার এসব শিক্ষককে আন্দোলন থেকে সরে আসতে অনুরোধ করলেও তারা তাদের অবস্থানে অনড় আছেন। আন্দোলনকারী শিক্ষকরা দাবি করছেন প্রশাসনের সদিচ্ছা থাকলেই কেবল বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বাভাবিক পরিবেশ ফিরে আসবে। সম্মিলিত শিক্ষক পরিষদের আহ্বায়ক অধ্যাপক ড. এমএ মতিন বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ স্বাভাবিক থাকুক এটা সবার প্রত্যাশা। ভিসি প্যানেল নির্বাচন বিশ্ববিদ্যালয়ের অত্যন্ত স্পর্শকাতর ব্যাপার। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকাংশ শিক্ষক মনে করেন গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের জন্য সব মেয়াদোত্তীর্ণ নির্বাচন আগে হওয়া দরকার। জাবি ভিসির সঙ্গে শিক্ষকরা এ বিষয়ে বারবার আলোচনা করলেও তিনি ইতিবাচক কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেননি। তাই শিক্ষকরা আন্দোলনের পথ বেছে নিতে বাধ্য হয়েছে। বঙ্গবন্ধুর আদর্শ মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী প্রগতিশীল শিক্ষক সমাজের একাংশের সাধারণ সম্পাদক অজিফুল ইসলাম বলেন, গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের জন্য অবশ্যই আগে মেয়াদোত্তীর্ণ নির্বাচনগুলো শেষ করা উচিত। দাবি আদায় না হলে আন্দোলন থেকে সরে আসার কোন পথ খোলা নেই। অপর অংশের সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ড. অজিত বরুণ পাল বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে গণতান্ত্রিক পরিবেশ নিশ্চিত করতে বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন মেনে ভিসি প্যানেল নির্বাচনের সময় ঘোষণা করা হয়েছে। যারা নির্বাচনে হারবে বলে নিশ্চিত হয়েছেন তারাই বিভিন্ন টালবাহানা করে বিশ্ববিদ্যালয়কে স্থবির করার চেষ্টা করছেন। কিন্তু সময়মতই নির্বাচন হবে এটা সব শিক্ষকেরই প্রত্যাশা। শিক্ষকদের মুখোমুখি অবস্থানের ব্যাপারে ছাত্র ইউনিয়ন জাবি সংসদের সভাপতি সৌমিত্র প্রদীপ বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার পরিবেশ নষ্ট হচ্ছে। কিন্তু গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে আন্দোলনেরও বিকল্প নেই। অতি দ্রুত ছাত্র সংসদ নির্বাচন হলে পরিস্থিতির পরিবর্তন হবে। আমরা মুক্তিযোদ্ধার সন্তান জাবি শাখার সভাপতি গোলাম মুক্তাদির ধ্রুব ও সাধারণ সম্পাদক ইমন রহমান বলেন, জাবির শিক্ষকদের কর্মকাণ্ড দেখে মনে হচ্ছে কিছু শিক্ষক কেবল আন্দোলন করতেই শিক্ষক হয়েছেন। এমনটি কারও কাম্য নয়। শিক্ষার্থীদের কথা চিন্তা করে তাদের আলোচনার মধ্য দিয়ে যে কোন পরিস্থিতির সমাধান করতে হবে। জাবি ভিসি মুক্তিযোদ্ধা অধ্যাপক ড. আনোয়ার হোসেন বলেন, আইন মেনে নির্বাচনের সময় ঘোষণা করা হয়েছে। সময় অনুযায়ী নির্বাচন হবে।